Sanatan Dharma

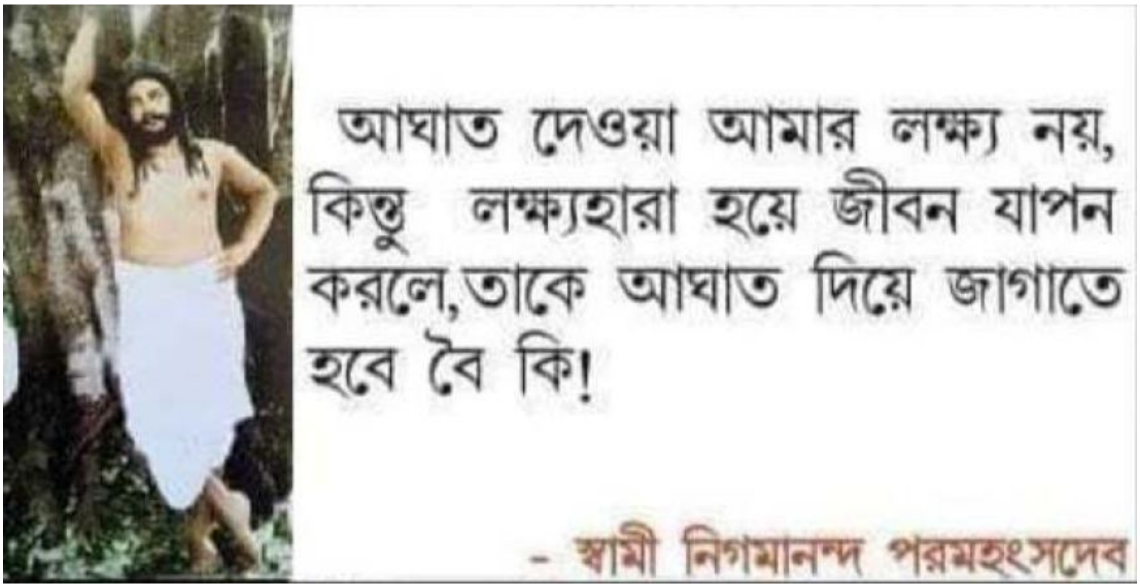

উপদেশ

কেবল শাস্ত্রপাঠে বা উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। বিশেষতঃ বর্তমান কালের শিক্ষায় তত্ত্বজ্ঞান দূরে থাক নীতিজ্ঞান পর্যন্ত বিকশিত হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষার অভিমান বহন করেন মাত্র, শিক্ষার প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হন না। যে ব্যক্তি ‘পিতা-মাতা পরম গুরু’ এই কথা ভুলিয়া মূর্খ পিতাকে বন্ধুসমাজে বাটীর চাকর বলিতে লজ্জাবোধ করেনা, অশৌচান্তে যাহারা চুল দাড়ি কামাইতে নরক যন্ত্রনা ভোগ করে, ছাগের ন্যায় সম্পর্ক বিচার না করিয়া যাহারা পরস্ত্রীগমন করে, ভিক্ষুককে এক মুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্তে যাহারা অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা দেয়, নিরন্ন কৃষককে আপন স্বার্থের জন্য যাহারা মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত করায়, বিচারাসনে বসিয়া যাহারা পদোন্নতির জন্য নির্দোষীকে দণ্ডিত করে, ভোগসুখকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য স্থির করিয়া যাহারা আপন বিধবা মাতার, কন্যার বা ভগিনীর পুরুষান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করে; যাহারা পশুর ন্যায় রিপুর অধীন হইয়া কার্য করে; যাহারা পরকাল, জন্মান্তর, কর্মফল, দেবতা, ঈশ্বর ও গুরু স্বীকার করে না; হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরদোষচর্চা ও মিথ্যাবাক্য যাদের নিত্য কার্য্য তাহাদিগকে মনুষ্য গর্ভজাত গর্দভ ভিন্ন কে শিক্ষিত শব্দে অভিহিত করিবে?

অস্পৃশ্য কুক্কুট মাংস ব্যতীত যাহার স্বাস্থোন্নতি হয় না, পিতা-মাতার পদে যাহার মস্তক অবনত হয় না, পেনশন না পাইলে যাহার প্রস্রাবের জল ব্যবহারের সুবিধা হয় না, চিকেন ব্রথ ভিন্ন গব্যঘৃতে যাহার তৃপ্তি হয় না,বিলাতি ঘাস ভিন্ন যুঁইবেলীতে যাহার বাগানের শোভা হয় না,পরপুরুষের সহিত নিজ কুলবধূকে আমোদ করিতে না দেখিলে যাহার স্ফূর্তি হয় না, পূর্বপুরুষগণকে অসভ্য কৃষক না বলিলে যাহার বিজ্ঞতা প্রকাশ পায় না,তাহার শিক্ষাকে কোন্ নির্লজ্জ শিক্ষা শব্দে অভিহিত করিবে?

জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, পরোপকারী, দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত, স্বধর্মানুরাগী, বিনয়ী, সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তি অসভ্য অশিক্ষিত হলেও আমরা তাকে উচ্চকণ্ঠে “পন্ডিত”

বলিয়া ঘোষণা করিবে। অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম গুরু***সমন্বয়াচার্য্য জগদগুরু পরাবর ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ ***সদগুরু ঠাকুর শ্রী শ্রী ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবে পরিব্রাজকাচার্য্য।
****
কর্মক্ষেত্রে
জগৎ কর্মপ্রিয়। জগতে বাস করিতে হইলে কর্ম-পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাহা হইলে জগতের অপ্রিয় হইতে হইবে। সুতরাং তুমি অন্তরে আপনাকে সম্যক্ নিঃসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় বোধ করিবে এবং বাহিরে কর্মতৎপরতা দেখাইয়া জগৎকে সন্তুষ্ট করিবে। যাহারা বহির্মুখ তাহারা তোমার অন্তরের কথা বুঝিবেও না এবং তাহাদিগকে উহা বুঝাইবার প্রয়োজনও নাই। ....নিগম-সূত্র
****
" আজ একটু সাত্বিকভাব এল , কিন্তু কালই দেখবে কোথা থেকে তোমার ভেতর দুরন্ত কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে । কাজেই খুব সাবধান হয়ে তিলে তিলে নিজেকে, নিজের অব্যক্ত সংস্কারকে যাচাই করে নিতে হয় । আবর্জনা একদিনে পুড়ে ছাই হবে না । রোজ রোজ তাতে আগুন লাগাতে হবে। তারপর চিত্ত বি-- রজঃ হবে , আর শুদ্ধচিত্ত হলেই দেখবে ভগবানের কৃপা আপনিই তোমার উপর বর্ষিত হচ্ছে । " --------------- শ্রীশ্রীঠাকুর ।।
****
তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসী সদ্গুরুর সেবা-পরিচর্যা ও তুষ্টিবিধান দ্বারা বদ্ধ জীব সন্ন্যাস সাধনায় অপেক্ষাকৃত সহজে সিদ্ধিলাভ করতে পারে, ইহা যে আমার নিজ কল্পিত নতুন কোন পন্থা নয় তাহাও জানালাম।............শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবে

****
মানুষ বড় অহঙ্কারী, তাহার আপন ছাঁচে জগৎটাকে তুলনা করে, তাই না বুঝিয়া সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, সাধু-মহাপুরুষদিগের কার্যেরও দোষ ধরিয়া থাকে ।তাহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখে না যে, তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত দূর ! যে নিজেকে জানে না, অন্যের চরিত্র কি কার্যের দোষ ধরিতে যাওয়া তাহার পক্ষে ধৃষ্টতা নয় কি ? -----নিগমানন্দ পরমহংসদেবে।।
****
মহাপুরুষদিগের কাম ও ক্রোধ :
ছাত্র- সাধু মহাপুরুষদিগের 'ক্রোধ' হইলে কি তাঁহাদিগের অধঃপতন হয় না?
ঠাকুর - সাধু মহাপুরুষদিগের যে ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা জগতের মঙ্গলের জন্য; তাহাতে তাঁহাদিগের পতন হয় না।
ছাত্র- ইন্দ্রিয়ের ত উত্তেজনা হয়?
ঠাকুর- ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইলেই যে পতন হইবে, তার কোন মানে নাই। জগতে যে যে মহাপুরুষের এরূপ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বা ক্রোধ হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রত্যেকের দ্বারাই জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা

হওয়ায় বাহ্যত পরাশরের পতন হইয়াছিল বলিতে পার। কিন্তু পরাশরের এরূপ পতন না হইলে আমরা বেদব্যাসকে পাইতাম না। সে সময় হিন্দু ধর্ম্মের শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য বেদব্যাসের মত মহাপুরুষের প্রয়োজন হইয়াছিল। বেদব্যাসের মত মুনির জন্মগ্রহণের প্রয়োজন হইলে পরাশরের ন্যায় তেজসম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষের বীর্য্য ব্যতীত যার তার বীর্য্যে জন্মিতে পারেন না। তাই ভগবান্ পরাশরকে পতিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পতনকে পরাশরের অধঃপতন বলিব না।

...........................সংগৃহীত।শ্রীশ্রীনিগমানন্দ কথামৃত।

****

বর্তমান বিপদে-আপদে অশান্তি-উদ্বেগে কিম্বা শোকে-দুঃখে তাঁর দয়াময় নামে যেন সন্দেহ না আসে। দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাতে নির্ভর করিলে একদিন অবশ্য তিনি সব ভার নেবেন অভাব দূর করিয়া দেবেন। বিশ্বাস হারাইও না, তাঁহাকে ভুলিও না তাঁহার নাম লইয়া পড়িয়া থাক । আমাতে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য আমার উপদেশ মত চলিবে । সাধনা থাকিলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী , ভগবান অবশ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। সংগৃহীত। সদগুরু শ্রী শ্রী ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব।

****

পতিব্রতা ও সতী এক নয়। সৎ এর স্ত্রীলিঙ্গ সতী। সৎ অর্থে সাধু। যে যে গুণ থাকলে একজন পুরুষকে সাধু বলা যায় কোনও স্ত্রী লোকের মধ্যে সে সব গুণ দেখলেই তাকে সতী বলা যায়। সতী স্বামীর স্থূল দেহের প্রতি লক্ষ্য রাখেনা। সে তার স্বামীর ভিতরে ভগবানকে দেখতে অভ্যাস করে তাই সতীর মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। সদগুরু শ্রী শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব। সংগৃহীত।

****

২৯শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, সন ১৩৩৯ সাল। স্থান আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, কোকিলা মুখ।
সদগুরু শ্রী শ্রী ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব।
২)। স্থান ঃ উত্তরবাংলা সারস্বত আশ্রম, বগুড়া
২৮শে কার্তিক, বুধবার ১৩৪১। কালকের মত আজও প্রশ্নোত্তরক্রমে নানা বিষয়ের আলোচনা চলতে লাগল।
শ্রোতৃমন্ডলী শ্রীশ্রীঠাকুরের মীমাংসা শুনে এমন পরিতৃপ্ত হয়েছেন যে, তাঁদের মধ্যে একজন বললেন দেখুন, আপনার মিমাংসাগুলি বড় চমৎকার। আপনি বলতেও পারেন ভাল। আমাদের ইচ্ছা, আপনি প্রকাশ্য সভায় আমাদের ধর্মমত এবং বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিন। আপনার অনুমতি পেলে আমরা সভার আয়োজন করি। একথার উত্তরে ঠাকুর বললেন দেখ, আমি বক্তৃতা দেবার পক্ষপাতী নই। ভেতর থেকে তার প্রেরণা পাই না,বক্তৃতা দিলে যদি সমাজের কোন উপকার হত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তা দিতাম। আজ ৩০ বৎসর ধরে আমি আমার শিষ্যদের কত উপদেশ-বাণী ছড়াচ্ছি, হাতে কলমে সব দেখিয়ে দিচ্ছি, বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে তাদের জাগাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু তাও তেমন কিছু করে উঠতে পারলাম না। আর এক-আধ ঘন্টা Lecture দিলে কি হবে? তাতে কি ফল? বেশ তো, এই আমার কাছে

আজ কত উপদেশ শুনে গেলে, কত মীমাংসা পেয়ে গেলে, তার একটিও নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোল না। উপদেশানুসারে চলে যদি তুমি শান্তি ও আনন্দ পাও, তাহলে দেখবে তোমার দেখাদেখি আর দশজন তোমার পথ অনুসরণ করবে, তাদের দেখাদেখি আর পঞ্চাশজন, এইভাবে দেশ জেগে উঠবে। Practical work চাই, সাধন চাই, বক্তৃতায় কিছু হবে না।

জ্ঞানেশ চন্দ্র দাস নামে একজন নবাগত সেবক দীক্ষা নেওয়ার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—
" দেখ, আজকাল দীক্ষা আমি প্রথমেই দিতে চাই না। দীক্ষা হল সর্বশেষ কাজ। এর পূর্বে আধার বা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রে দীক্ষার বীজ পড়লে শীঘ্র শীঘ্র সফলতার অঙ্কুর দেখা দেয়। অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় লাগে। তোমার অল্প বয়স। এখন গিয়ে পড়াশোনা কর, দেহ-মন-চিত্তকে বিশুদ্ধ-পবিত্র-বলিষ্ঠ করার জন্য নৈতিক আদেশ পালন করে চল। আর ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য পালনই হল আসল—চরিত্র-গঠনই মূখ্য সাধনা। কাজেই শারিরীক-মানসিক ব্রহ্মচর্য পালন করতে যত্নবান হও। দীক্ষা দিয়ে দেখেছি, আজকাল আর তেমন কিছু হচ্ছে না। তার কারন ক্ষেত্র প্রস্তুত নয়। তাই আমি আর আজকাল আগেই দীক্ষা দিতে চাই না। আগে প্রাথমিক নিয়ম-নীতি-আচার পালন করে ক্ষেত্র প্রস্তুত কর। এখানেও এমন অনেক সেবক আছে, যাদের প্রায় দুই আড়াই বৎসর হয়ে গেল—তবুও আমি দীক্ষা দেইনি। আগে চিত্ত স্থির হোক—তারপর উপযুক্ত সময় বুঝে যা দেবার তা আমি দিবে। আমাকে যদি বিস্বাস কর—তাহলে আমি যা বললাম তদনুযায়ী গিয়ে চল।
—শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত
****
****
সিদ্ধপুরুষ মানেই সে মহাত্মা এই ভুল করোনা। সে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে আগে সেটা জানো। ভূতসিদ্ধ,প্রেতসিদ্ধ,পিশাচসিদ্ধ,জিনসিদ্ধ,অপ্সরাসিদ্ধ, বেতাল সিদ্ধ,ভৈরব সিদ্ধ কিন্তু আত্মোসিদ্ধ হননি, এরকম প্রচুর Negative energyর সিদ্ধ সাধক আছে,এসমস্ত সিদ্ধ সাধকের থেকে দীক্ষা নিয়ে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে না,বরং অধোগতি হবে।কারণ এঁরা নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করতে পারেননি।এঁরা কুকর্মই বেশি করে,নিজেদের অধোগতির পথ প্রশস্ত করে। তুমি সেই সিদ্ধপুরুষের থেকে দীক্ষা নেও যে আত্মোসিদ্ধ হয়েছেন অর্থাৎ যিনি আত্মো উপলব্ধি করেছেন।কথাটা মনে রেখো, সকল সিদ্ধপুরুষ মুক্তপুরুষ নন;কিন্তু সকল মুক্তপুরুষ অবশ্যই সিদ্ধপুরুষ।।